দৈনিক ইনকিলাব

236

তারিখ JUL 30 1999

পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

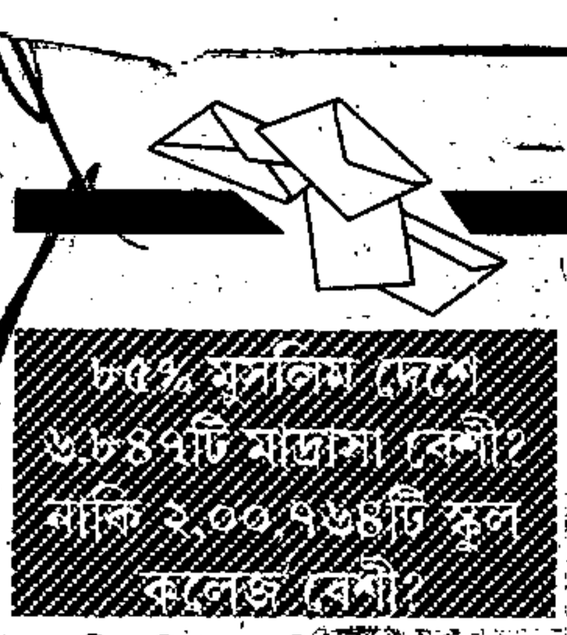

৮৫% মুসলিম দেশে ৬৮৪৭টি মাদ্রাসা বেশী? নাকি ২,০০,৭৬৪টি স্কুল কলেজ বেশী?

ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে আস্ফালন, বিষোদ্গার এবং বন্ধের প্রক্রিয়া নতুন কথা নয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগে ইবলিশ চক্রের কুমন্ত্রণায় জালিম সরকার 'ফেরাউন' মিসরে ধর্মীয় শিক্ষা বন্ধ করেন। ধর্মীয় প্রতিনিধিরা তা জীবিত রাখতে সচেষ্ট হন। ৫৭০ খৃস্টপূর্ব ও প্রায় ৫০ বছর ওহী ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাধান্য স্তিমিত হয়ে পড়ে। ৬২২ খৃঃ খোলাফায়ে রাশেদিন এবং হিঃ তৃতীয় শতাব্দীকাল ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ। ১৮০ হিঃ পর 'মাদ্রাসা' নামেই দ্বীনি শিক্ষার আলো বিস্তার লাভ করে। আমরা লক্ষ্য করছি যে, বিভিন্ন মুসলিম মনীষী, ওলামা, বুযুর্গানে দ্বীন এই দেশে ইসলামী শিক্ষার প্রবর্তন করেন নবম ও দ্বাদশ শতকের মধ্যে। ১২৫৮ সালে প্রতাপশালী অসভ্য খুন পিপাসু কুখ্যাত 'হালাকুখান' বাগদাদ নগরী ধ্বংসের মাধ্যমে দ্বীনি শিক্ষার বিলুপ্ত সাধন করে। দীর্ঘ ৫০০ বছর মৃতপ্রায়। ১৮৩৭ সালে 'লর্ড মেখল' ফারসীর বদলে ইংরেজী তথা ধর্মহীন শিক্ষা প্রবর্তন করেন যা ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত বহাল ছিল। ১৭৮০ সালে মুসলমানদের গণদাবীর মুখে কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা হলেও তা ছিল সীমাবদ্ধ। ১৮০০ শতাব্দীর মধ্যভাগে কওমী মাদ্রাসা প্রবর্তিত হয়। ১৮৫৬ 'মুজহেরুল উলুম' সাহারনপুর এবং অতঃপর দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯০৬ সালে মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের সুপারিশ ভিত্তিতে ১৯১৫ সালে মওলানা আবু নছর ওহিদ নিউ স্কীম মাদ্রাসা চালু করেন যা সাধারণ শিক্ষার বিকল্প ধারা। ১৯৫২ সালে আকরমখাঁ রিপোর্ট ও ১৯৫৯ সালে শরীফ কমিশন স্তরভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। সর্বশেষ ১৯৭৪ সালে ডঃ খুদরত-ই-খুদা রিপোর্টে দ্বীনি শিক্ষা বন্ধের সুপারিশ করে। সর্বপ্রথম ১৯৮০ সালে মাদ্রাসা শিক্ষার স্বীকৃতি ও অনুদানের সুপারি... করা হয় এবং ১৯৮৪ সালে দাখি... আলিম, ফাজিল, কামিল স্তর... সরকারীভাবে মূল্যায়ন করা হয় এ... ১৯৮৬ সালে দাখিলকে এসএস... আলিমকে এইচএসসি ... ফাজিল-কামিলকে স্নাতক-স্নাতকো... নামে মাত্র ঘোষণা দেয়া হয় ... ক্রমান্বয়ে ৫০%, ৬০%, ৭০%, ৮০% ... সরকারী অনুদানের আওতায় নিয়ে ... হয় এবং অপরদিকে ক্ষমতাসীনরা বি... বৈষম্যমূলক শর্তারোপসহ নতুন ... নীতিমালা চাপিয়ে দেয় মাদ্রাসার উপ...

মাদ্রাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য

সরকারী মাদ্রাসা-৩, দাখিল-৪... আলিম-৯৮৩, ফাজিল-...

...হেমিংওয়ে

তাই আজ কিংবদন্তী লেখক। হেমিংওয়ে কখনো পত্র-পত্রিকায় লেখেননি কিংবা নিজে কখনো কোন জার্নাল বের করেননি। তবুও তার লিখিত True at First Light (পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২০, মূল্য ১৬.৯৯ পাউন্ড) বইটি জার্নালের চেয়ে কম বিক্রি হয়নি। যে গ্রন্থটি আজও বোস্টনের জন এফ কেনেডি গ্রন্থাগারে যথেষ্ট মর্যাদার সাথে সংরক্ষিত হচ্ছে।

যে বাজারে তা আর খুঁজেও পাওয়া যায় না। তবে এই একমাত্র গ্রন্থটি হেমিংওয়ের মৃত্যুর পর সংরক্ষিত হয়। শুধুমাত্র এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির জন্যই হেমিংওয়ে নোবেল বিজয়ী সাহিত্যের কিংবদন্তী হয়ে অমর হয়ে যান। গ্রন্থটি যথেষ্ট নান্দনিকভাবে সম্পাদনা করেন তার পুত্র প্যাট্রিক হেমিংওয়ে। এ গ্রন্থটিতে কল্পিত একজন ব্যক্তির পূর্ব আফ্রিকা ভ্রমণ, তার শিকার অভিযান ইত্যাদি নিয়েই হৃদয়স্পর্শী শিহরণমূলক একখানি স্মারক বিরচন করেছেন লেখক। তার পুত্রের মতে, এ গ্রন্থটি আসলে বাবার নিজস্ব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিশদ বর্ণনা মাত্র। তার শিকার অভিযানের সময় তার সাথে ছিলেন বাবার চতুর্থ স্ত্রী নবোঢ়া 'ম্যারি ওয়েলস'। গল্পের বিষয়বস্তু একটি নির্দিষ্ট মূল ঘটনার উপর

...বিষয়াভিভূত না ক...
তৎকালীন আফ্রিকায়
নিত্যদিনের খণ্ড খণ্ড
মনে গুরুত্বসহ স্থান
পারের গ্রন্থ সমালোচ...
আশানুরূপ নয়, তবে
হেমিংওয়ে আজ বিশ্ব...
হিসেবে সমাদৃত হয়ে...
(Xan Brooks) হে...
করেছেন অসংখ্যবার।
হেমিংওয়ে লিখেছেন,
Hemingway) নাে...
তিনি তার বাবা স...
হেমিংওয়ে ছিলেন দুর্দম
বৈশিষ্ট্যতার জন্যই শিক...
শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। তবে তা
নান্দনিক ও শিল্পশ্রীমণ্ডিত
নয়। এর পরিবর্তে এব...
আবেগ প্রতিটি শব্দে
একজন শক্তিশালী পরা...
হচ্ছে তার লেখার কাঠাে...
শেষে নকশাদার চিত্র স...
দিয়েছেন থম জোনস (...
রঙের কারুকাজ অনেকা...
দিনের পাথর খোদাইকারী
সে বইয়ের প্রচ্ছদে ঠাঁই
সময়ে যথেষ্ট বৈচিত্র্যময় ...
এসব দিক বিবেচনা ক...
প্রথম অবস্থায় বইটি প্রকা...
True at Frist Light
সমালোচকদের রূঢ় বিশ্লে...
সম্পাদক জোয়ান ডাইডন
অন্যান্য সম্পাদকরা পাণ্ডু...
সাহসী হননি। তারা প...
প্যাট্রিককে দিয়েই সম্পাদ...
এমন একটা বই সম্পা...
আর্থিক লোকসানের জন্য
চাননি। তাদের কাছে প...